মিরপুর উপজেলা নির্বাচনে ভাইস-চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আবুল কাশেম গণসংযোগ

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা নির্বাচনে উপজেলার সর্বত্র মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন ভাইস-চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মিরপুর উপজেলা পরিষদের বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার।

আজ শনিবার দিনব্যাপী মিরপুর উপজেলার মালিহাদ ও আমবাড়ীয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন এবং তালা মার্কা প্রতীকে ভোট প্রার্থনা করেন তিনি।

এ সময় তিনি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে উন্নয়নের ধারা অব্যহত রাখতে সকলের নিকট আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ভাইস চেয়ারম্যান পদে ভোট প্রার্থনা করে আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার বলেন,আমি কথায় না কাজে বিশ্বাসী, আমি আপনাদের শাসক নয় সেবক হয়ে থাকতে চাই।

একই সাথে জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরছেন। একই সাথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শান্তি ও উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

আমবাড়ীয়া ইউনিয়নের জনপ্রিয় চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম মুকুল বলেন, মিরপুর উপজেলায় ব্যাপক জনপ্রিয় আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার। ভারপ্রাপ্ত উপজেলা চেয়ারম্যান হিসেবেও তিনি উপজেলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত এলাকার মানুষের খোঁজ খবর নিয়েছেন। বিপদে-আপদে অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানো, সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করাসহ যুবলীগকে সুসংগঠিত করে চলেছেন। এ কারনে মিরপুুর উপজেলাবাসীর নিকট তিনি অত্যন্ত পরিচিত মুখ।

উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার বলেন, উপজেলা পরিষদ হচ্ছে জনগনের উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। ফলে বর্তমান সরকারে উন্নয়নের সব কার্যক্রম উপজেলা

ভিত্তিক হলে জনগণ উপকৃত হবে। সৎ আর্দশ মানুষ নির্বাচিত হলে জনগণ ভালো সেবা পাবে। তাই জনগণের কল্যাণে কাজ করতে আপনাদের (ভোটারদের) সহযোগিতা চাই।

যোগ্য সেবক-সেবিকা হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে– সিভিল সার্জন

কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা: আকুল উদ্দিন বলেছেন, সেবক সেবিকারা অসুস্থ রোগীদের সুস্থ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই যোগ্য সেবক/সেবিকা হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে।

আজ সোমবার (১৩ মে) সকালে কুষ্টিয়ার ডা: লিজা নার্সিং ইনস্টিটিউট গ্যালারীতে ডা: লিজা নার্সিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের নবীন বরন অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন।

নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, এখান থেকে পড়াশোনা শেষে আপনাদের চাকরি হলে সেটা হবে সেবক/সেবিকা। আর সেবক হিসেবে আপনারা মানুষকে সেবা প্রদান করবেন।

ডা: লিজা নার্সিং ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান ডা: এএফএম আমিনুল হক রতনের সভাপতিত্বে ও ডা: লিজা-ডা: রতন ম্যাটসের চেয়ারম্যান ডা: আসমা জাহান লিজার সার্বিক পরিচালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন , জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাফসিরুল হক মুন, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার আরএমও ডা: তাপস কুমার সরকার, নার্সিং ইনস্টিটিউট কুষ্টিয়ার নার্সিং ইন্সট্রাক্টর ইনচার্জ স্মৃতি কনা রাণী, নাসিবের পরিচালক আব্দুস সাত্তার, প্রাইভেট ক্লিনিক ওনার্স এসোসিয়েশন কুষ্টিয়ার সাধারণ সম্পাদক আরাফাত জামান তপন প্রমুখ।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডা: লিজা নার্সিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ আসমা খাতুন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, রোগীরা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সাথে সাথে চিকিৎসকের আগে নার্সরাই এগিয়ে আসে। রোগীদের সেবাযত্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পাশাপাশি নার্সদেরও গুরুত্ব কম নয়। তাই নার্সিং এর পেশার প্রতি শিক্ষার্থীদের গুরুত্ব দিতে হবে এবং এ পেশার প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে। তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলায় বিশেষ অবদান রেখে চলেছে কুষ্টিয়ার এই ডা: লিজা নার্সিং ইনস্টিটিউট।

জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে শুরু হয় এ অনুষ্ঠান। এরপর অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। পাশাপাশি নবীন শিক্ষার্থীরা মোমবাতি প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে এবং তাদের ফুল ও মিষ্টিমুখ করিয়ে শুভেচ্ছা জানান অতিথিবৃন্দ।

কুষ্টিয়ায় পানির সংকট আর তাপপ্রবাহে দিশেহারা কৃষক

একদিকে তাপপ্রবাহ অন্য দিকে পানির সংকট। চরম বিপাকে পড়েছেন কুষ্টিয়ার মিরপুরসহ বেশ কিছু উপজেলার কৃষকরা। তাপপ্রবাহে পুড়ে যাচ্ছে মাঠের ফসল। পানির অভাবে অনাবাদি পড়ে আছে হাজার হাজার বিঘা ফসলি জমি। এমন পরিস্থিতি চলতে থাকলে বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছে স্থানীয় বাসিন্দারা।

গত একমাসে তীব্র ছিল সারাদেশের তাপমাত্রা। বিশেষ করে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের দাবদাহ ছিল বেশ প্রখর। কুষ্টিয়াও এর ব্যতিক্রম ছিল না। গত সপ্তাহের মঙ্গলবার কুষ্টিয়ার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৪২ দশমিক ৫ ডিগ্রি। যা এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ।

মিরপুর উপজেলার বিভিন্ন মাঠ সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, মাঠের পর মাঠ ধানখেত শুকিয়ে যাচ্ছে। কিছু ধান গাছে শীষ বের হলেও চিটা হয়ে যাচ্ছে। ভুট্টাখেত শুকিয়ে গেছে। পানির অভাবে শতাধিক বিঘা জমিতে শাকসবজিসহ সব অন্যান্য ফসল নেতিয়ে পড়েছে। এসব ফসলে পানি দিতে না পেরে কৃষকদের মাঝে হাহাকার শুরু হয়েছে। টাকা দিয়েও পানি মিলছে না বলে জানালেন কৃষকরা। টাকা খরচ করে ফসল ফলিয়ে তা ঘরে তুলতে পারছেন

না। এমন সংকটের আগে কখনো পড়েননি বলেও জানান তাঁরা।

মিরপুর উপজেলার মশান এলাকার কৃষক আব্দুল মান্নান বলেন, ‘ধান আবাদ করেছি। আমাদের মাঠের পাশ দিয়ে গঙ্গা কপোতাক্ষ (জিকে) ক্যানেল থাকলেও সেখানে কোনো পানি নেই। জমি থেকে একটু দুরত্বে ইঞ্জিনচালিত শ্যালো মেশিন ছিল। সেখান থেকে অতিরিক্ত অর্থ খরচ করে পানি নিতাম। কিন্ত কিছুদিন হলো স্তর নেমে যাওয়ায় সেখান থেকেও পানি উঠছে না। পানির অভাবে ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর কয়েক দিন গেলে সব শুকিয়ে যাবে।’

একই এলাকার কৃষক আব্দুল মজিদ বলেন, ‘৪ বিঘা জমিতে ভুট্টা লাগিয়েছিলাম। জমি চাষাবাদ ও সেচে অতিরিক্ত টাকা খরচ হয়েছে। শেষের দিকে এসে তাপপ্রবাহে ভুট্টার গাছ শুকিয়ে মরে যাচ্ছিলো তাই ওভাবেই ভুট্টা ক্ষেত থেকে তুলে এনেছি।’

মিরপুর উপজেলার ধুবইল গ্রামের বাসিন্দা আবদুস সামাদ বলেন, ‘আগে মানুষ খাওয়ার চিন্তা করত। এখন এলাকার মানুষের বড় চিন্তা হয়ে উঠেছে খাওয়ার পানি। পানির অভাবে এলাকাবাসী গরু-ছাগল বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন।’

এদিকে পদ্মার শাখা নদীয় কুষ্টিয়ার গড়াই নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের কোনো নলকূপে পানি উঠছে না বলে জানান মিরপুর উপজেলার তালবাড়ীয়া গ্রামের শান্ত বিশ্বাস। তিনি বলেন, ‘বাড়ির টিউবওয়েলে ১৭০ ফুট পাইপ বসিয়েছি। এরপরও পানি উঠছে না। বিদ্যুৎচালিত মোটর বসানো আছে, সেখানেও পানি উঠছে না। সংকট ভয়াবহ। তীব্র খরায় বোরো খেতে সেচ দেওয়া যাচ্ছে না।’

কুষ্টিয়া জনস্বাস্থ্যের নির্বাহী প্রকৌশলী ইব্রাহীম মো. তৈমুর বলেন, ‘জিকে সেচ প্রকল্পে বন্ধ এবং আবহাওয়া এখন চরম উত্তপ্ত। কয়েক সপ্তাহ ধরে খরা চলছে। শুধু পৌর এলাকায় নয়, গ্রামাঞ্চলেও পানির সংকট চলছে। প্রতি বছরই এ সময় পানির স্তর নিচে নেমে যায়। বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হবে। তবে প্রতি বছর দু-এক সপ্তারের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে গেলেও এবার সময়টা বেশি লাগছে।’

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় গঙ্গা-কপোতাক্ষ (জিকে) প্রকল্পের পাম্প ইনচার্জ মিজানুর রহমান বলেন, ‘কারিগরি ত্রুটির কারণে তিনটি পাম্পটি বন্ধ রয়েছে। পাম্পগুলো সচল করার চেষ্টা চলছে। কবে নাগাদ সেচ কার্যক্রম চালু করা যাবে, তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।’

মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘পানি সংকটের কারণে বোরো আবাদ ব্যাহত হয়েছে। সমস্যার দ্রুত সমাধান করা না গেলে আউশ উৎপাদনেও প্রভাব পড়বে। তবে ভুট্টাসহ অন্যান্য ফসলও পানির অভাবে ভালো ফলন হয়নি ‘

কুষ্টিয়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সুফি মো. রফিকুজ্জামান বলেন, ‘তীব্র তাপপ্রবাহ এবং পানি সংকটের কারণে উৎপাদনে কিছুটা প্রভাব পড়েছে। তবে এ সমস্যা থাকবে না। দু-এক দিনের মধ্যে বৃষ্টি হলেই সংকট কেটে যাবে। জিকে সেচ প্রকল্প চালু করতেও কাজ চলছে।’

এসএসসিতে কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সেরা সাফল্য অর্জন

ঐতিহ্যবাহি কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় এবার এসএসসি পরীক্ষায় সেরা সাফল্য অর্জন করেছে। এবার কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় থেকে ২২৮জন পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে।

শতভাগ উত্তীর্ণ হওয়া কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় যশোর শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে তৃতীয় স্থান লাভ করেছে। স্কুলের সেরা সাফল্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা খুবই আনন্দিত।

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শামীমা আক্তার জাহান জানান, ২৫৭ জন পরীক্ষার্থীর সবাই পাস করেছে। এর মধ্য জিপিএ-৫ পেয়েছে ২২৮ জন।

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সেরা সাফল্যে পরীক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে এটা সম্ভব হয়েছে।

এদিকে, যশোর শিক্ষা বোর্ডের দেওয়া তথ্য মতে, খুলনা বিভাগের ১০টি জেলার মধ্যে কুষ্টিয়া জেলায় পাসের হার ৯১ দশমিক ৩৫ শতাংশ।

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক নাদিরা খানম বলেন, আমরা শিক্ষকেরা সবসময় অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি। শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করেছি। সব মিলিয়ে আমাদের শিক্ষকদের পাশাপাশি অভিভাবকদের অবদানের কারণে আজ আমরা সেরা হতে পেরেছি।

ভালো ফলাফলে খুশী হয়ে জারিন মায়শা ইমশি ও সায়মা খাতুন বলেন, দীর্ঘ সময় পড়া নয় বরং স্কুলের পড়াগুলো নিয়মিত করেছি আমরা। সর্বমোট ১৩০০ নাম্বারের মধ্যে ১২৬৯ নাম্বার পেয়ে কৃতকার্য জারিন মায়শা ইমশি ও ১২৬৮ পেয়েছেন সায়মা খাতুন। তারা ভালো ফলাফলে অনেক খুশী।

জারিন মায়শা ইমশির মা জেসমিন আরার কণ্যা বলেন, কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সেরা সাফল্যে আমরা ভীষণ খুশী। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে এটা সম্ভব হয়েছে।

প্রসঙ্গত, শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৪ এ উপজেলার মধ্যে সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনোনীত হয়েছেন কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়।

কুষ্টিয়ায় বিশ্ব মা দিবসের আলোচনা সভা

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক এহেতেশাম রেজা বলেছেন, পৃথিবীর সবচেয়ে আপন হলো মা। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, আমরা আমাদের কোনো আচরণে যেন মাকে কষ্ট না দিই।

আজ রবিবার (১২ মে) জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বিশ্ব মা দিবস-২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

জেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদফতরের যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মায়ের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব রয়েছে উল্লেখ করে জেলা প্রশাসক বলেন, সন্তানের সব সময় মনে রাখা উচিত, মায়ের ত্যাগের কারণেই সে আজ সে এই সুন্দর পৃথিবীতে এসেছে। যদি সে মাকে ভুলে যায়, কষ্ট দেয় বা অবহেলা করে- তাহলে সবই মিছে। সন্তানের পর্বত সমান সফলতা তখন মূল্যহীন। কিন্তু অতি দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, সেই মহান মায়ের প্রতি অনেক সন্তান আজকাল উদাসীন, অনেকে বেপরোয়া। এমনও শোনা যায়, সন্তান তার মাকে প্রহার করছেন, ঘর থেকে বের করে দিচ্ছেন, রাস্তায় মাকে ফেলে যাচ্ছেন, নিজে সুন্দর ঘরবাড়িতে বাস করেও মাকে রেখেছেন রান্নাঘরে।

পৃথিবীর সবচেয়ে আপন হলো মা উল্লেখ করে জেলা প্রশাসক আরও বলেন, মা ছাড়া এ দুনিয়ায় আপন কেহ নেই, বিপদে আপদে সবার আগেই মা ছুটে আসে। তাই আসুন, আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, আমরা আমাদের কোনো আচরণে যেন মাকে কষ্ট না দিই। যাদের মা এখনো বেঁচে আছেন, সেই মায়ের জন্য জীবনের সর্বোচ্চটাই করার চেষ্টা করি। মা-বাবার সেবা-যত্ন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত অর্জন করি। আল্লাহ আমাদের সবাইর পিতা-মাতাকে ভালো রাখুন। তাদের উত্তম সেবা করার তৌফিক দান করুন।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শারমিন আক্তার,কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পলাশ কান্তি নাথ, মহিলা বিষয়ক অধিদফতরের উপপরিচলক নুরে সফুরা ফেরদৌসসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

পরে ১৬ জন মাকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

মিরপুরে গণসংযোগে ব্যস্ত মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মর্জিনা খাতুন

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা নির্বাচনে উপজেলার সর্বত্র মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মিরপুর উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি, শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধার কন্যা, জাতীয়

ক্রীড়াবিদ মর্জিনা খাতুন।

ইতিমধ্যেই উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন পাড়া-মহল্লায় উঠান বৈঠক, আলোচনা সভা ও ব্যাপক গণসংযোগ করছেন এ নারীনেত্রী।

আজ রবিবার দিনব্যাপী মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন এবং হাস মার্কা প্রতীকে ভোট প্রার্থনা করেন তিনি। একই সাথে জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরছেন।

একই সাথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শান্তি ও উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

বারুইপাড়া ইউনিয়নের মশান এলাকার ফারুক হোসেন বলেন, মিরপুর উপজেলায় ব্যাপক জনপ্রিয় মর্জিনা খাতুন একজন কৃতি ক্রীড়াবিদ হিসেবে দেশের মধ্যে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছেন। তিনি শুধু ক্রীড়াবিদই নন, আওয়ামী লীগের দুঃসময়ে দলকে সুসংগঠিত করা, মানবাধিকার কর্মী হিসেবে বিপদে-আপদে অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানো, সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করাসহ নারী সমাজের অধিকার আদায়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছেন। এ কারনে মিরপুুর উপজেলাবাসীর নিকট তিনি অত্যন্ত পরিচিত মুখ।

উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী মর্জিনা খাতুন বলেন, উপজেলা পরিষদ হচ্ছে জনগনের উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। ফলে বর্তমান সরকারে উন্নয়নের সব কার্যক্রম উপজেলা ভিত্তিক হলে জনগণ উপকৃত হবে। সৎ আর্দশ মানুষ নির্বাচিত হলে জনগণ ভালো সেবা পাবে। তাই জনগণের কল্যাণে কাজ করতে আপনাদের (ভোটারদের) সহযোগিতা চাই।

কুষ্টিয়ায় ছেলে হত্যার বিচার

চেয়ে মায়ের সংবাদ সম্মেলন

সম্পত্তির লোভ এবং চাকরি শেষে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও পেনশনের টাকা আত্মসাৎ করতেই ষড়যন্ত্র করে স্বামীকে বিষপানে হত্যার অভিযোগ উঠে স্ত্রীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় তার তিন সন্তান ও জামাইয়ের সম্পৃক্ততা রয়েছে বলেও জানা যায়।

নিহত রবিউল ইসলাম (৪৯) কুষ্টিয়ার কুমারখালি উপজেলার বাগুলাট ইউনিয়নের বানিয়াখড়ি গ্রামের মৃত: সদর উদ্দিনের ছেলে। সে একই উপজেলার বাঁশগ্রাম সাব পোষ্ট অফিসের পোষ্ট মাস্টার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

এসব বিষয় নিয়ে শুক্রবার সকালে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন নিহত পোস্ট মাস্টার রবিউল ইসলামের পরিবার। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন রবিউল ইসলামের মা মোছা: রোকেয়া খাতুন।

সংবাদ সম্মেলনে রোকেয়া খাতুন বলেন, প্রায় ৩০ বছর আগে কুমারখালী উপজেলার বানিয়াখড়ি গ্রামের মৃত আদিল উদ্দিন শেখের মেয়ে মোছা: মাহফুজা আক্তার রুলির সাথে বিয়ে দেন তার একমাত্র সন্তান মো: রবিউল ইসলামকে। বিয়ের পর থেকেই রুলি তার সন্তানকে শারীরিক ও মানুষিকভাবে নির্যাতন করতো। দাম্পত্য জীবনে তিন সন্তান ও এক জামাই ছিল। সম্পত্তির লোভে প্রায়ই স্ত্রী, সন্তান ও জামাই রবিউলকে নির্যাতন করতো প্রতিনিয়ত।

নির্যাতনের ধারাবাহিকতায় গত ৪ মে রাত আটটার দিকে আমার ছেলে রবিউল ইসলামের স্ত্রী মাহফুজা আক্তার রুলি (৪৫), তার বড় বোন মোছা. বেলী খাতুন (৫৫), ছেলে মো. বন্ধন হোসেন (২০), মেয়ে মোছা: সেতু খাতুন (২৫) ও ঋতু খাতুন (১৫) এবং জামাই মিলন হোসেন প্রথমে নিজবাড়ির ছাদে রবিউলকে ব্যাপক মারপিট করে এবং পরে ধানক্ষেতে দেওয়া কীটনাশক জোর করে রবিউলের মুখের মধ্যে দিয়ে দেয় তার স্ত্রী সন্তান ও জামাইরা মিলে। বিষপানের পর রবিউলের গোংড়ানি শুনে তিনি প্রতিবেশীদের সহায়তায় তার ছেলেকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল ভর্তি করেন। সেখানে রবিউলের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ৫ মে সকালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে ছেলের মৃত্যু হয়।

তিনি আরো বলেন, সম্পত্তির লোভে এবং পোস্ট অফিসে চাকরি শেষে সব টাকা নিজের করতেই নানান ফন্দি আঁটে এবং ষড়যন্ত্র করে স্ত্রী,

সন্তান, জামাই। এভাবেই স্ত্রীর সহযোগীরা মিলে তার ছেলে রবিউলকে হত্যা করেছে। মৃত্যুর আগে রবিউল তার ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাসে লিখে গেছে ‘ আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী রুলি, ঋতু, বন্ধন, সেতু, মিলন, বেলি। এরআগেও নিজ বাড়ীর দোতলার ছাদ থেকে ফেলে দেওয়ারও অভিযোগ তোলেন। ‘ তিনি আসামিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রত্যাশায় থানায় মামলা করেছেন।
সংবাদ সম্মেলনের সময় মাঝে মাঝে বিলাপ করে তিনি ব’লেন, আমার একটাই বেটা। তাও চলে গেলো। এভাবেই মাইরি ফেললি, কি নিয়ে বাঁচব সোনা? তোমরাই বলে দাও। হে আল্লাহ তুমিই এর বিচার কইরো।

এদিকে এ ঘটনায় রোকেয়া খাতুন ৫ মে রবিউলের স্ত্রী মোছা. মাহফুজা আক্তার রুলি (৪৫), স্ত্রীর বড় বোন মোছা. বেলী খাতুন (৫৫), ছেলে মো. বন্ধন হোসেন (২০), মেয়ে মোছা. সেতু খাতুন (২৫) ও ঋতু খাতুন (১৫) এবং জামাই মো. মিলন হোসেনের (৩৩) বিরুদ্ধে কুমারখালী থানায় আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অপরাধে মামলা করেন।

মামলায় ঘটনার দিন রাতেই স্ত্রী রুলিকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ। অন্যান্য আসামিরা পলাতক রয়েছে। তাঁদের গ্রেফতারে অভিযান চলমান রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

জানতে চাইলে রবিউলের চাচাতো বোন ফারজানা আক্তার জানান, রবিউল ও রুলি সম্পর্কে মামাতো – ফুফাতো ভাই – বোন ছিল। ৩০ বছর আগে পারিবারিকভাবে তাদের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই রুলি শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করত। একপর্যায়ে ২০০১ সালে রুলি আদালতে রবিউলের বিরুদ্ধে যৌতুক ও নির্যাতনের মামলা করেছিল। কিন্তু রবিউল ও স্বজনরা চাকুরি হারানোর ভয়ে তা মিটমাট করে নিয়েছিল। তবুও নির্যাতন থামেনি কোনোদিন।

এঘটনায় রবিউলের স্ত্রী জেলহাজতে এবং জামাই ও সন্তানেরা পলাতক থাকায় তাদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

এবিষয়ে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কুমারখালী থানার উপ পরিদর্শক সুব্রত বিশ্বাস ফোনে জানান, আত্মহত্যার প্ররোচনা মামলায় স্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান চলমান রয়েছে। তদন্ত শেষে ঘটনার বিস্তারিত বলা যাবে পরে।

শিলাইদহে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩তম জন্ম জয়ন্তীর উদ্বোধন

আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফ বলেছেন, বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্দেশকের ভূমিকা রেখেছেন।

তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনাদর্শ ও তার সৃষ্টিকর্ম শোষণ-বঞ্চনামুক্ত, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে চিরদিন বাঙালিকে অনুপ্রাণিত করবে। তিনি বাঙালির চেতনা ও মননের প্রধান প্রতিনিধি। বিশ্বকবির কুঠিবাড়ী, কাচারিবাড়িসহ তার সব স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টার অব্যাহত আছে।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১১টায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কুষ্টিয়ার শিলাইদহে কবির স্মৃতিবিজড়িত কুঠিবাড়ি আঙিনায় দুইদিনের রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী ও আলোচনা অনুষ্ঠানের উদ্ধোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

কুষ্টিয়ার ঐতিহ্য আমাদের এই শিলাইদহের কুঠিবাড়ী উল্লেখ করে মাহবুব উল আলম হানিফ এমপি আরও বলেন, প্রতিনিয়ত এখানে রবীন্দ্রপ্রেমী ও দর্শনার্থীদের আগমণ ঘটে। তাই এখানে আধুনিক পর্যটন কেন্দ্র করতে আরও বেশি উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং ট্যুরিস্ট পুলিশের তৎপরতা বাড়াতে হবে যাতে করে পর্যটকদের কোন সমস্যার সৃষ্টি না হয়। একইসাথে এই শিলাইদহে ভবিষ্যতে শান্তি নিকেতনের আদলে কিছু করা যায় কিনা সেটাও ভেবে দেখা হবে।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো: এহেতেশাম রেজার সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া- ৪(খোকসা-কুমারখালী) আসনের সংসদ সদস্য আব্দুর রউফ, পুলিশ সুপার এএইচ এম আবদুর রকিব, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শিশির কুমার রায়, সাংবাদিক ইউনিয়ন কুষ্টিয়ার সভাপতি রাশেদুল

ইসলাম বিপ্লব, জাগ্রত মহানায়ক শিহাব রিফাত আলম, জাতীয় মানবাধিকার সোসাইটির চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম তামিজি প্রমুখ।

কবির কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা করেন রবীন্দ্র গবেষক ইবির বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সরওয়ার মুর্শেদ রতন, শিলাইদহ রবীন্দ্র সংসদের পরিচালক আফজাল হোসেন।

এর আগে জেলা শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীদের কণ্ঠে সূচনা সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। দুই দিনব্যাপী রবীন্দ্রমেলাকে ঘিরে শিলাইদহ কুঠিবাড়ি আঙিনা হাজারো দর্শনার্থীদের পদচারণায় মুখর হয়ে উঠেছে।তবে প্রচন্ড গরম এবং উপজেলা পরিষদের নির্বাচনের কারণে তিন দিনের এ অনুষ্ঠানকে দুই দিনেই শেষ হবে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন বিশ্বকবির ১৬৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানে কুঠিবাড়ির মূলমঞ্চে প্রতিদিনই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন জেলার সংগঠনসহ জাতীয় পর্যায়ের শিল্পীরা কুঠিবাড়ির মূলমঞ্চে রবীন্দ্র সংগীত, কবিতা আবৃত্তি, দলীয় নৃত্য পরিবেশন ও রবীন্দ্রনাথের লেখা নাটক মঞ্চস্থ করবেন।

এদিকে, রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকীতে কুঠিবাড়ি চত্বরে বসেছে বিশাল গ্রামীণ মেলা। নানারকম পসরা সাজিয়ে বসেছেন দোকানিরা। ঐতিহাসিক এই উৎসবকে নির্বিঘ্ন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

জমিদারি দেখাশোনার জন্য ১৮৯১ সালে প্রথম এই কুঠিবাড়িতে আসেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নিরিবিলি পরিবেশ, জমিদারি আর ব্যবসার কারণে বার বার কুষ্টিয়ার এই কুঠিবাড়িতে ফিরে আসতেন তিনি। নিভৃত বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল কুষ্টিয়ার শিলাইদহে কবির জীবনের বেশকিছু মূল্যবান সময় কেটেছে। এখানে বসে রচিত গীতাঞ্জলি কাব্যই রবীন্দ্রনাথকে এনে দিয়েছে নোবেল পুরস্কার আর বিশ্বকবির মর্যাদা। এছাড়া তিনি এখানে বসেই বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতসহ অসংখ্য কালজয়ী সাহিত্য রচনা করেছেন। কুঠিবাড়িতে সংরক্ষিত আছে সেসব দিনের নানা স্মৃতি।

কুষ্টিয়ায় আবারও আতাউর রহমান ও খোকসায় মাসুম চেয়ারম্যান নির্বাচিত

কুষ্টিয়ার সদর উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন বর্তমান চেয়ারম্যান শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আতা এবং খোকসা উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন আল মাসুম মোর্শেদ শান্ত।

আজ বুধবার বেসরকারি ফলাফলে এ তথ্য জানা যায়। জানা গেছে, সদর উপজেলায় আতাউর রহমান আতা ৬৭ হাজার ৬ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন (আওয়ামী লীগ)। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবু আহাদ আল মামুন (বাংলাদেশ জনতা পার্টি) প্রাপ্ত ভোট ৩ হাজার ৪৮৬ ভোট।

ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন আবু তৈয়ব বাদশা। তার প্রাপ্ত ভোট ৪৭ হাজার ২৮৯ ভোট। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান বিজয়ী হয়েছেন মোছা: লতা খাতুন প্রাপ্তভোট ৪২ হাজার ৮৭৯ ভোট।

খোকসা উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন আল মাসুম মোর্শেদ শান্ত প্রাপ্ত (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্ত ভোট ২৫ হাজার ১০১ ভোট। নিকটতম প্রার্থী বাবুল আকতার পেয়েছেন ১৯ হাজার ৬৩৯ ভোট। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ইসরাত জাহান পুনম প্রাপ্ত ভোট।

এদিকে আবারও সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা বিজয়ী হওয়ায় নেতাকর্মীরা ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। রাতে বিজয়ী হওয়ার পর আতাউর রহমান আতাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান জেলা তাতীলীগের সভাপতি রুহুল আমিন ও সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশীদ।

কুষ্টিয়ায় উপজেলা পর্যায়ে

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত নাদিরা খানম

কুষ্টিয়ায় উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক নাদিরা খানম।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২৪ উদযাপন কমিটি শিক্ষা ক্ষেত্রে বাৎসরিক কর্ম মূল্যায়নের ভিত্তিতে উপজেলা পর্যায়ে (স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা) শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত করা হয়েছে।

স্কুল পর্যায়ে টানা তৃতীয় বারের মত শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক নাদিরা খানম।

তীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২৩ উৎযাপন কমিটির বিচারকরা উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে বাৎসরিক কর্ম মূল্যায়নের ভিত্তিতে এ ফলাফল ঘোষণা করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার শামীম আহমেদ খান।

সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার শামীম আহমেদ খান বলেন, জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২৪ উৎযাপন কমিটির বিচারকরা শিক্ষা ক্ষেত্রে বাৎসরিক কর্ম মূল্যায়নের ভিত্তিতে (স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা) উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক স্কুল থেকে কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক নাদিরা খানমকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত করেছেন।

একসময়ের বিতার্কিক এ নারী শিক্ষক আন্তঃব্যাচ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন।

বর্তমানে তিনি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালনসহ শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতর্ক শিল্প তৈরির কাজ করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। এনডিএফ বিডির কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন ছাড়াও রেড ক্রিসেন্টের স্কুল সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও কুষ্টিয়া জেলার সরকারি শিক্ষক সমিতির সেক্রেটারির পাশাপাশি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ও লালন একাডেমীর

আজীবন সদস্য, কুষ্টিয়া লেডিস ক্লাবের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও বাংলাদেশ মহিলা সংস্থার সদস্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য।

তিনি বলেন, এই পুরস্কার আমার জন্য আরও কর্মস্পৃহা বাড়িয়ে দিলো। তাই আমি দুস্থ-অসহায় নারী ও শিশুদের কল্যাণে অবিরাম গতিতে কাজ করার পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাবো।